বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়: দুগ্ধ ভবন
১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮

স্মারক নং-মিই/প্রশা/কব্যন-১০৬/ডিপি-১২৮/২০২১/২০)

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪৩১ / ১৩ এপ্রিল ২০২৫

অফিস আদেশ

যেহেতু, জনাব রেহেনা রহমান, কর্মকর্তা নং-১০৬, সাবেক উপমহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে বরখাস্তকৃত), মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ডিডিপিতে দায়িত্বরত অবস্থায় মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ডিডিপি এর পুরাতন রেজিস্ট্রারে Fat, CLR সম্পর্কিত অনেক তথ্য ছিল যা কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করা হলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির দায় তার উপর বর্তাত, সেটি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন;

০২। যেহেতু, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির দায় থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নতুন করে Fat, CLR এর হিসাব দিয়ে একটি রেজিস্ট্রার খোলার প্রয়াস চালান, যা মিল্ক ইউনিয়নের ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হওয়ার সামিল;

০৩। যেহেতু, নতুন রেজিস্টারে অধঃস্তন কর্মচারীদ্বয়কে দিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণের প্রয়াস চালান; কর্মচারীদ্বয় নতুন রেজিস্ট্রার দিতে অস্বীকার করেন তখন তিনি তাদেরকে হুমকি দেন এবং রেজিস্ট্রার হারিয়ে গেছে মর্মে মিল্ক ইউনিয়নের প্রশাসন বিভাগকে পত্র প্রদান করেন, যা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতারণা, জালিয়াতি ও গুরুতর অসদাচরণ করেছেন;

০৪। যেহেতু, তার দায়িত্ব পালনকালে লোকসানের বিষয়ে স্মারক নং-মিই/প্রশা/কব্যন-১০৬/১৯৯৪/১১২৩ তারিখ : ১৫/০৩/২০২১খ্রি: মূলে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০৫। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্মারক নং-মিই/প্রশা/কব্যন-১০৬/ডিপি-১২৮/২০২১/৩৭ তারিখ: ২৭/০৯/২০২১ পত্র মূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০৬। যেহেতু, জনাব রেহেনা রহমান, কর্মকর্তা নং-১০৬, উপমহাব্যবস্থাপক গত ০১/১০/২০২১খ্রি: তারিখে অভিযোগনামার জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানী'র আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ১৭/১০/২০২১খ্রি: তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

০৭। যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর ৮.০৬(২)(গ) বিধি মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৮। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব রেহেনা রহমান, কর্মকর্তা নং-১০৬, উপমহাব্যবস্থাপক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর ২.০৪ বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে গত ৩০/০৬/২০২২খ্রি. তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৯। যেহেতু, দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনটি অপূর্ণাঙ্গ এবং অভিযোগীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রতিফলন না হওয়ায় পুণ:তদন্তের জন্য গত ২০ অক্টোবর, ২০২৪খ্রি. তারিখে তদন্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

১০। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পুন:তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর বিধি ২.০৪ মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগীটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

১১। তদন্ত কর্মকর্তা'র প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর বিধি ৮.০৬ এর (৬) মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

১২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানির সময় প্রদত্ত বক্তব্য, তথ্য-প্রমাণক, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব ও সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, "মিজ রেহেনা রহমান, মিল্ক ইউনিয়নের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) ডিডিপির মাননিয়ন্ত্রন বিভাগের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পাস্তুরিত তরল দুধের ফ্যাট, সিএলআর হিসাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার সংরক্ষণে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন;

চলমান/পাতা-২

পুরাতন রেজিস্টারের তথ্য গোপন করে নতুন তথ্য সংযোজন করে নতুন করে রেজিস্টার খোলা এবং তাতে back date-এ স্বাক্ষর প্রদানের জন্য অধঃস্তন দুইজন কর্মচারীকে হুমকি প্রদানের মাধ্যমে শৃংঙ্খলাভঙ্গ করেছেন; দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অবশ্যই আন্তরিক ছিলেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি নিজেই বেশ কিছু অভিযোগ খন্ডাতে ব্যর্থ হয়েছেন; গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত যথাসময়ে উপস্থাপন না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ আমান্য করেছেন; আইনানুগ আদেশ পালন না করে সংশ্লিষ্টদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছেন যা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এহেন কর্মকান্ডে জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর বিধি ২.০৪ মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগীটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য।

১৩। সেহেতু এক্ষনে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব রেহেনা রহমান, কর্মকর্তা নং-১০৬, উপমহাব্যবস্থাপক-কে মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) বিধি ২.০৪ মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধি'র ৮.০২(১) এর (ক)(১) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে তিরস্কার (Censure) দন্ডে দন্ডিত করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

স্বা./-
জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দা.)
(মিল্ক ইউনিয়ন)।

স্মারক নং-মিই/প্রশা/কব্যন-১০৬/ডিপি-১২৮/২০২১/২০১/১(৯)

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪৩১ / ১৩ এপ্রিল ২০২৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মিল্ক ইউনিয়ন (ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পরবর্তী সভায় অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
২. মহাব্যবস্থাপক (এসপিপি/বিপণন/টেকনিক্যাল ও অপারেশ-অ:দা:) মিল্ক ইউনিয়ন।
৩. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সকল) মিল্ক ইউনিয়ন।
৪. উপ-মহাব্যবস্থাপক (সকল) মিল্ক ইউনিয়ন।
৫. জনাব রেহেনা রহমান, কর্মকর্তা নং-১০৬, উপ-মহাব্যবস্থাপক (মাননিয়ন্ত্রণ, ডিডিপি) বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত (সমিতি বিভাগ সংযুক্ত) প্র.কা.।
৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা) মিল্ক ইউনিয়ন।
৭. সভাপতি মিল্ক ইউনিয়ন এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮. উপ-ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মিল্ক ইউনিয়ন (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
৯. ব্যক্তিগত নথি/অফিস কপি/মাস্টার কপি।

১০/৪/২০২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ.দা.)
মিল্ক ইউনিয়ন।